নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর অধীন দায়েরকৃত মামলায় পুলিশ রিপোর্ট দাখিল বা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত জামিন সংক্রান্ত শুনানী কোন্ আদালতের এখতিয়ারাধীন তা স্পষ্টকরণ বিষয়ে আইন কমিশনের সুপারিশ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ১৯ ধারায় কোন মামলা কগনিজেন্স নেয়া ও জামিন শুনানীর ক্ষেত্রে উক্ত আইনের অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনালকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে মামলাটি দায়েরের পর তা জি আর মামলা হিসেবে থাকা অবস্থায় এবং পুলিশ রিপোর্ট দেয়ার আগ পর্যন্ত আসামীর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন বিষয়ে কোন্ আদালতে শুনানী হবে তা এই আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই বিধায় এ নিয়ে বিচারক ও আইনজীবীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও মতানৈক্য রয়েছে, যা নিরসন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ উদ্দেশ্যেই আইন কমিশন আইনটির সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধনীর সুপারিশ করছে, যাতে এতে প্রয়োজনীয় স্পষ্টতা আনা যায়, এ নিয়ে কোন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয় এবং বিচারপ্রার্থী জনগণ যেন ভোগান্তির শিকার না হন।

উল্লিখিত বিষয়ে অনেক বিচারক ও আইনজীবীর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিদ্যমান বাস্তবতা ও অধস্তন আদালতসমূহে চলমান প্র্যাকটিস বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ বিষয়ে গবেষণা ও অধ্যয়নে সহায়তা করার জন্য ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে কর্মরত বিচারক জনাব আরিফুর রহমান এবং আইন কমিশনের প্রাক্তন মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা বর্তমানে অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ ড. আখতারুজ্জামানকে আইন কমিশন ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

উল্লিখিত বিষয়ে সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত রায় প্রদান করেন বিচারপতি খোন্দকার মূসা খালেদ ও বিচারপতি মোঃ ইমদাদুল হক সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ (2009 XVII BLT (HCD)192)। রায়ে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, উল্লিখিত আইনের অধীন পুলিশ রিপোর্ট বা প্রয়োজনীয় তদন্ত দ্বারা মামলার প্রকৃতি নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক এর কগনিজেন্স না নেয়া পর্যন্ত ট্রাইব্যুনাল জামিন আবেদন শুনানী করতে পারবে না। তাঁরা উল্লেখ করেন আইনের ১৯ ও ২৭ ধারা একত্রে পড়লে অন্য কোন ব্যাখ্যার সুযোগ নেই। তাঁরা আরো উল্লেখ করেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনসহ যে কোন ফৌজদারী মামলা জি আর কেস হিসেবে দায়েরের পর তা প্রচলিত বিধানাবলীর অধীন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আসবে এবং শুনানী হবে। সেখান থেকে জামিন নামঞ্জুর সংক্রান্ত আদেশের বিরুদ্ধে অন্তর্ববর্তীকালীন জামিন লাভের লক্ষ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির ফৌজদারী বিবিধ মামলা হিসেবে দায়রা

আদালতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত সে ট্রাইব্যুনালে যেতে পারবে না। এটি উল্লিখিত আইনের স্পষ্টতা আনয়নের লক্ষ্যে একটি ব্যাখ্যামূলক রায় হিসেবে প্রতীয়মান হয়। ফৌজদারী আপিল নম্বর ৪০৪১ তারিখ ০২-০৪-২০১১ হাইকোর্ট বিভাগের আরো একটি বেঞ্চ এই রায় অনুসরণ করেই সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

অন্যদিকে, এর আগে হাইকোর্ট বিভাগের তিনটি রায়ে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয় (56 DLR 279, 24 BLD 236, 13 BLT 302, 9 MLR 173, 24 BLD 205 এবং 11 BLC 436)। এই রায়সমূহের মূল কথা হচ্ছে উল্লিখিত আইনের অধীনে দায়েরকৃত মামলার তদন্ত শেষ হওয়ার আগেও ট্রাইব্যুনাল জামিন শুনানী করতে পারবে।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক তাঁর বই Trial of Civil Suits and Criminal Cases (২য় সংস্করণ, ২০১১ পৃঃ ৪২০-৪২৬) এ শেষোক্ত মতামত সমর্থন করে বলেন পূর্বে প্রদত্ত এই রায়সমূহের মূলনীতি ২০০৯ ও ২০১১ সালের ফৌজদারী আপিল মামলায় বিজ্ঞ আইনজীবীগণ আদৌ আদালতের নজরে এনে ছিলেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তিনি আরো যুক্তি দেখান যে, একটি ফৌজদারী মামলা আরম্ভ হয় অভিযোগ দায়ের বা এফ আই আর রুজু করা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উপস্থিত করানোর পরপরই। তিনি তাঁর যুক্তির পক্ষে 29 DLR (SC) 236 এবং 13 BLD (AD) 94 এর রেফারেন্স প্রদান করেন (তাঁর উল্লিখিত বই পৃঃ ৪২২-৪২৩)। গ্রন্থকার এখানে এই জানা বিষয়টিই জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, উক্ত আইনের অধীনে এফ আই আর করার পরই মামলা আরম্ভ হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের জামিনের এখতিয়ার থাকা বাঞ্ছনীয়।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তদন্তাধীন মামলার ক্ষেত্রে তদন্তের অগ্রগতি বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার ট্রাইব্যুনালকে লিখিতভাবে অবহিত করার বিধান রয়েছে (ধারা ১৮) এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও সঠিকভাবে তদন্ত কার্যের ব্যর্থতার জন্য তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনালের একচ্ছত্র এখতিয়ার রয়েছে, এবং মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটবে কি ঘটবে না বিষয়টির উপর আসামীর জামিন প্রদান অনেকাংশেই নির্ভরশীল, অর্থাৎ প্রথম থেকেই ট্রাইব্যুনাল মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

উল্লেখ্য, এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত আপিল বিভাগের কোন সিদ্ধান্ত নেই। বিচারপতি খোন্দকার মূসা খালেদের রায় এবং তার অনুসরণে ২০১১ সনে উল্লিখিত রায় অধিকতর সুনির্দিষ্ট, বিস্তারিত ও

আইনের ব্যাখ্যামূলক হওয়ার কারণে, এটি নিম্ন আদালতসমূহে আইন প্রয়োগে সমস্যার সৃষ্টি করছে, কারণ এর আগে প্রদত্ত ভিন্নতর তিনটি রায় রয়েছে, ২০০০-এর আইনে বিষয়টি যথেষ্ট স্পষ্ট নয় এবং চলমান প্র্যাকটিসে তদন্ত শেষ হবার আগেই এই আইনের অধীন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জামিন শুনানীর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। অন্যথা হলে আইনজীবী এবং ট্রাইব্যুনাল বিচারকদের মধ্যে অসন্তুষ্টিরও বিষয় রয়েছে।

উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০০০ সনের আইনের ১৯ ধারা সংশোধন করে এটি স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের আগে জি আর মামলা তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জামিন শুনানীর পর আদেশে সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনালে জামিন শুনানী করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হবে, দায়রা আদালতে নয়।

প্রথম পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট যদি আসামীর জামিন নামঞ্জুর করেন এবং পরবর্তীতে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৮ ধারানুসারে সংক্ষুব্ধ আসামী জামিনের জন্য দায়রা জজের নিকট ফৌজদারী বিবিধ মামলা দায়ের করে এবং উহা সেখানে নিষ্পত্তি হয়, তাহলে ট্রাইব্যুনালের জামিন বিষয়ক ক্ষমতা অনেকটাই অসার হয়ে যায়।

দায়রা জজ অনুরূপভাবে আসামীর জামিন মঞ্জুর করার পর আসামী যদি জামিনের অপব্যবহার না করে তাহলে ঐ আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিলের পর মামলা কগনিজেন্সে নেয়ার পরও প্রচলিত প্র্যাকটিস অনুযায়ী দায়রা জজ আদালত কর্তৃক পূর্বে মঞ্জুরকৃত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন ট্রাইব্যুনাল বিবেচনায় নিয়ে আসামীকে জামিনে থাকার আদেশ দেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে দায়ের করা মামলার জামিন দায়রা আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি করা প্রকারান্তরে ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা খর্ব করার সামিল। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ হতে উদ্ভূত ফৌজদারী বিবিধ মামলাগুলো ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষ্পত্তির বিষয়ে আইনে সরাসরি কোন বিধান না থাকলেও ট্রাইব্যুনাল যে উহা শুনতে পারবেন না এ বিষয়ে আইন নিশ্চুপ।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারকগণ দায়রা জজের সমপর্যায়ভুক্ত বিচারক। ফলে একই বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন বিষয়াবলী (interlocutory matters) শুধুমাত্র দায়রা জজ

কর্তৃক নিষ্পত্তির বিষয়টি অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

দায়রা জজগণ এমনিতেই মামলার ভারে ভারাক্রান্ত। ঐ আদালতগুলোতে যে সমস্ত মামলা বিচারাধীন আছে তার অতিরিক্ত যদি নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন সংক্রান্ত মামলার অন্তর্বর্তীকালীন বিষয়াবলী (interlocutory matters) নিষ্পত্তি করতে হয় তাহলে বিচারে আরো বিলম্ব হবে।

সুনির্দিষ্ট সুপারিশঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর অধীন দায়েরকৃত মামলায় পুলিশ রিপোর্ট দাখিল বা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত জামিন সংক্রান্ত শুনানী প্রথমে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এবং তদ্‌আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারাধীন থাকা সমীচীন। এ মর্মে এ আইনের ১৯ ধারাটি স্পষ্টকরণ ও সংশোধন করা প্রয়োজন।

প্রফেসর এম. শাহআলম
চেয়ারম্যান(ভারপ্রাপ্ত)
আইন কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন কমিশন

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর অধীন দায়েরকৃত মামলায় পুলিশ রিপোর্ট দাখিল বা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত জামিন সংক্রান্ত শুনানী কোন্ আদালতের এখতিয়ারাধীন তা স্পষ্টকরণ বিষয়ে আইন কমিশনের সুপারিশ

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০।

১৪ মে, ২০১২খ্রিঃ